উজবেকিস্তানের নেতা আল্লামা ক্বারী উস্তাদ তাহের জান-এর সাক্ষাৎকার

(সাক্ষাৎকারটি ১৯৯৯ সালে ইসলামিক ইমারাত আফগানিস্তান থেকে নেওয়া)

১৯১৭ সালের ১৪ই মার্চ জার স্বৈরশাসনের পতন ঘটিয়ে কম্যুনিষ্টরা রাশিয়ার ক্ষমতা দখলের পর আশেপাশের দূর্বল রাষ্ট্রসমূহ দখল করতে শুরু করে। বিশ্বব্যাপী তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠনের মাধ্যমে তারা সামনের দিকে অগ্রসর হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ের সুফল হিসেবে তাঁরা মাত্রাতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা লাভের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, কম্যুনিষ্টরা বিশ্বব্যাপী তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে যে অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে, তার বেশির ভাগই মুসলিম রাষ্ট্র বা মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। তারা শেষ আঘাত করেছিল আফগানিস্তানে। কিন্তু বীর আফগানীরা কম্যুনিষ্টদেরকে দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে গোটা বিশ্বে কম্যুনিষ্টদের অস্তিত্বকে ধ্বংস করে দিয়েছে। কম্যুনিষ্ট কতৃক নির্যাতনের শিকার মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের একটি হচ্ছে উজবেকিস্তান, যার রাজধানী তাশকান্দ। উজবেকিস্তানসহ সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্র তাদের সাধ্যানুসারে বার বার মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। তবে সোভিয়েত প্রভাবের সামনে তাঁরা বেশিক্ষন দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হয়নি। আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাজয় তার ভেতরের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের নাগরিকদের দারুনভাবে অনুপ্রানিত করেছে। ফলে তাঁরা মৃত্যুকে জয় করে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় পা পা করে সামনে এগোয়।

চেচনিয়া,দাগেস্তান,উজবেকিস্তানের ঘটনাসমূহ আমাদের সামনেই রয়েছে। কম্যুনিষ্ট শাসনের পতনের পর উজবেকিস্তান সাংবিধানিকভাবে স্বাধীনতা অর্জন করলেও বাস্তবে বর্তমান শাসক ইসলাম করিমভ মস্কোর প্রতি অনুগত এবং সে ইয়াহুদী ধর্মে বিশ্বাসী। ফলে দেশের সরকারী নীতিমালা সম্পূর্ন পূর্বের মতই রয়ে গেছে এবং সরকার সম্পূর্নরূপে মস্কোর তাবেদারী করছে। উজবেকী উলামা ও দ্বীনদার জনসাধারণ কম্যুনিষ্ট সরকারকে পরিবর্তন করে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘদিন থেকে আন্দোলন করছেন। হরকাতুল ইসলামের নেতৃত্বে দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে এই আন্দোলন চলছে। বর্তমানে এই সংগঠনের আমীর হচ্ছেন আল্লামা উস্তাদ ক্বারী তাহের জান। ১২ই মার্চ ১৯৯৯ এর এক বিকেলে রাহবারের মাধ্যমে তাঁর সাথে পরিচয় হয় গেষ্ট হাউসে। সালাম-মুসাফাহা-মু'আনাকার পর জানতে চাইলাম উজবেকিস্তানের বর্তমান অবস্থা কি?

তাহের জানঃ উজবেকিস্তানে বিশেষ করে মাঅরাউরুন্ নাহার এলাকার একটা ইতিহাস আছে। এই এলাকায় কম্যুনিষ্ট শাসনের পূর্বে ইসলাম ও মুসলিমরা কত অগ্রসর ছিল, তা আপনারা অবগত আছেন। কম্যুনিষ্ট শাসনামলের ঘটনাসমূহ দুঃখজনক। ইনশাআল্লাহ্ পূর্বের ইসলামী অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য ইমাম বোখারী ও তিরমিযির সন্তানেরা এবার জাগ্রত

হচ্ছে।কম্যুনিষ্ট শাসনামলের ভেতর দীর্ঘ সত্তুর বছর অতিবাহিত হয়েছে। সেই সময় মুসলমানদের উপর অনেক অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। কম্যুনিষ্ট নির্যাতনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে মুসলমানরা অনেক কোরবানীও দিয়েছেন।প্রায় ৪০ মিলিয়ন মুসলমান সেই সময় শহীদ হয়েছেন। তাদের সীমাহীন নির্যাতনের পরও সেইখানে আল্লাহু আকবার তাকবীর উচ্চারিত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। মোটকথা আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য যাদের সাথে থাকে অন্য কেউ তাদের ক্ষতি করতে পারে না।

সাক্ষাৎকার গ্রহনকারীঃ আপনাদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য কি বর্তমান সরকারের পতন, না গোটা পদ্ধতির পরিবর্তন?

তাহের জানঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের মতোই আমাদের উদ্দেশ্য উজবেকিস্তানের পূর্ন স্বাধীনতা এবং দেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা এবং আমরা সেদিকেই অগ্রসর হচ্ছি।

সাক্ষাৎকার গ্রহনকারীঃ হরকাতুল জিহাদের সূচনা কিভাবে হলো?

তাহের জানঃ আমাদের এই সংগঠন আজকের নতুন নয়। স্টালিনের শাসনামলে কম্যুনিষ্ট নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমাদের উলামায়ে কেরাম হরকাতুল ইসলামী গঠন করেছিলেন। তবে তখন তা গোপণ ছিলো। তৎকালীন সময়ে আমাদের সংগঠনের মূল তৎপরতা ছিল মসজিদ,মাদ্রাসা,মক্তব প্রতিষ্ঠা করা। দীর্ঘদিন গোপনে দ্বীনি শিক্ষার মাধ্যমে আলেম-হাফেজ তৈরি করা হয়। বর্তমানে আমাদের সংগঠনের তৎপরতা এর গোপন কিছু নয়। আমাদের কাজ ইনশাআল্লাহ্ অব্যাহত থাকবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহনকারীঃ আমরা জানি উজবেকিস্তান একটি স্বাধীন দেশ। এরপরও আবার কিসের স্বাধীনতা আন্দোলন?

তাহের জানঃ আমাদের বর্তমান অবস্থাটা ভিন্ন। যদিও আমরা স্বাধীনতার নামে পৃথক হয়েছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নামেমাত্র। বর্তমানে আমাদের শাসন করছে পূর্বেকার কম্যুনিষ্ট লোকগুলোই। ওরা আগের মতোই রাশিয়ার ইঙ্গিতে দেশ চালাচ্ছে। তাছাড়া গত কিছুদিন আগে ইসলাম করিমভ(বর্তমান উজবেকিস্তানের প্রেসিডেন্ট) ইসরাঈল সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি নিজে ঘোষনা করেছেন যে, 'আমি ইহুদির সন্তান ইহুদি'। কার্ল মার্কস্, লেনিন প্রমুখও ইহুদি ছিলেন। আর ইহুদিরা হলো ইসলাম ও মুসলমানদের কট্টর শত্রু । ১৯৯১ সালে ইসলাম করিমভ এক ঘোষনার মাধ্যমে উজবেকিস্তানের চার হাজার মসজিদ বন্ধ করে দেয়। বাকীগুলোতে মাইকে আযান দেওয়া নিষিদ্ধ রয়েছে। তাছাড়া ইতিমধ্যে অনেক মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে। দ্বীনি তৎপরতার উপর কঠোরতা গ্রহন করেছে। অন্যদিকে ইহুদী খ্রীষ্ঠানদের তৎপরতা প্রকাশ্যে চলছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সরকার তাদেরকে প্রকাশ্যে সাহায্য

করছে। বর্তমান সরকার উজবেকিস্তানের অসংখ্য আলেমকে শহীদ করেছে । বিশেষ করে শহীদ আল্লামা কাহরামান, আল্লামা আহমদ খান, আল্লামা ক্বারী আব্দুল হাকিম প্রমুখ ছিলেন দেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম। এই একমাস পূর্বে শহীদ করা হয়েছে হরকাতুল ইসলামীর আমীর আল্লামা মোহাম্মদ ক্বারীকে। তাছাড়া আল্লামা আব্দুল্লাহ ওতাইয়ু এবং আল্লামা আব্দুল্লাহ আল- ক্বারী প্রমুখ প্রাজ্ঞ আলেমসহ হাজারো দেশবরন্য আলেম বর্তমানে জেলে। তাদের অপরাধ একটিই তাঁরা ইসলামকে ভালোবাসেণ এবং দেশে ইসলামী শাসনের স্বপ্ন দেখেন।

সাক্ষাৎকার গ্রহনকারীঃ সফলতার প্রতি আপনারা কতটুকু আশাবাদী?

তাহের জানঃ আল-হামদু লিল্লাহ। আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস রেখে বলতে পারি, ইনশাআল্লাহ আমরা একদিন বিজয়ী হবো এবং উজবেকিস্তানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হবে। ইসলাম করিমভ এর সাথে গোটা বিশ্বের ইহুদি শক্তি থাকলেও আমাদের সাথে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ আছেন। আল্লাহ্‌ পাক বিশ্ব মুসলিমের মধ্যে যে ঈমানী শক্তি দিয়েছেন, তা অন্য কারো নেই। মুসলিম উম্মাহর শুধু সংঘবদ্ধতার অভাব।

সাক্ষাৎকার গ্রহনকারীঃ উজবেকিস্তানে বর্তমান ইসলামী আন্দোলন কি আপনি শুরু করেছেন?

তাহের জানঃ না। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বে হরকাতুল ইসলামীর জন্ম। এটা আমি শুরু করিনি। আমাদের পূর্বসূরী বিজ্ঞ আলেমগণ তা শুরু করেছিলেন। তবে পূর্বে এই সংগঠনের তৎপরতা গোপনে চলত। এ সংগঠনের দায়িত্ব প্রাপ্ত আলেমগন শহীদ হওয়ার এক পর্যায়ে আমার উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়।

সাক্ষাৎকার গ্রহনকারীঃ আপনি নিজের উপর কতটুকু আস্থাশীল?

তাহের জানঃ আস্থা ও ভরসা সম্পূর্ন আল্লাহ্‌র উপর। তবে আমার সামনে দু'টি পথঃ
এক, হয় বিজয়।
দুই , নয় আকাবিরদের মতো শাহাদাতবরন।

সাক্ষাৎকার গ্রহনকারীঃ বর্তমানে উজবেকিস্তানে মাদ্রাসার সংখ্যা কত?

তাহের জানঃ কম্যুনিষ্ট শাসনামলের শুরুতেই মাদ্রাসাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। আমাদের ত্যাগী আলেমগণ পাহাড়ের উপর গর্ত করে এবং মাটির নিচে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে দ্বীনি শিক্ষা অব্যাহত রেখেছিলেন। আমি নিজেও দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করেছি সেরকম এক মাদ্রাসায়। বর্তমানেও মাটির নিচের মাদ্রাসাগুলো চালু আছে। এখনও প্রকাশ্যে খালেস দ্বীনি মাদ্রাসা পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না।

সাক্ষাৎকার গ্রহনকারীঃ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য মুসলিম এলাকায় আপনাদের তৎপারতা কেমন চলছে?

তাহের জানঃ চেচনিয়াসহ প্রায় সব ক'টি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় আমাদের কাজ চলছে।

সাক্ষাৎকার গ্রহনকারীঃ চেচনিয়ার বর্তমান অবস্থার কথা কিছু বলবেন কি?

তাহের জানঃ চেচনিয়া সম্পর্কে আমার কিছু বলা উচিৎ নয়। তাদের নিজস্ব কিছু ব্যাপার আছে। আমি শুধু একথা বলতে পারি, গোটা উম্মতের জন্য চেচনিয়া এক নিয়ামত। সোভিয়েত ব্লকে ইসলামের তৎপরতা বৃদ্ধির পিছনে চেচনিয়ার প্রচুর অবদান আছে।

সাক্ষাৎকার গ্রহনকারীঃ সময় দেয়ার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

তাহের জানঃ আপনি যে আমাদের কথা বাঙ্গালী ভাইদের কাছে পৌঁছাবেন, তাই আপনাকেও ধন্যবাদ।

বাংলায় নিয়মিত পৃথিবীব্যাপী মুজাহিদদের খবর পেতে বাব-উল-ইসলাম ফোরামের বাংলা বিভাগে চোখ রাখুন।

ফোরামের বাংলা বিভাগ দেখার ঠিকানাঃ

http://bab-ul-islam.net/forumdisplay.php?f=66

ফোরামে যোগ দেওয়ার ঠিকানাঃ

http://bab-ul-islam.net/register.php

বাংলায় বিশুদ্ধ ইসলামিক জ্ঞান অর্জনের জন্য এই ব্লগটি দেখতে পারেনঃ

http://ansarullah.co.cc/bn/

পরিবেশনায়
মুহাম্মদ বিন কাসিম মিডিয়া